বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

শ. ম. রেজাউল করিম, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
শ ম রেজাউল করিম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ ঃ

ড. মোঃ মনিরুল হুদা
যুগ্ম সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

জুবাইদা নাসরীন
যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

শেখ নূর মোহাম্মদ
উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মোঃ মোতাহার হোসেন
উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মোঃ ইফতেখার হোসেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

নজরুল ইসলাম বাদল

প্রকাশনা ঃ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল ঃ

সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মুদ্রণে ঃ

পানশুছি কালার গ্রাফিকস্
মোবাইল ঃ ০১৭১৬ ৮৩৯৩৯৬

সূচিপত্র

১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০৭-০৯
২ গণপূর্ত অধিদপ্তর	১০-১২
৩ স্থাপত্য অধিদপ্তর	১৩-১৬
৪ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	১৭-১৯
৫ সরকারি আবাসন পরিদপ্তর	২০-২২
৬ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর	২৩-২৪
৭ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২৫-২৭
৮ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	২৮-২৯
৯ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩০-৩১
১০ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩২-৩২
১১ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩৩৩৫
১২ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩৬-৫০
১৩ হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	৫১-৫৩
১৪ উন্নয়ন এ্যালবাম	৫৪-৫৯

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

পটভূমি

বাসস্থান জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের পূর্ত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ১৭৮৬ সনে 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর সরকার 'পূর্ত এবং সেচ বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সনে 'পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়' নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়টি ১৯৮৭ সনে 'গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়' নামে পুনর্গঠিত হয়।

ভিশন

পরিকল্পিত নগর; নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন

মিশন

সুষ্ঠু পরিকল্পনা, গবেষণা এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য টেকসই ও নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং সাশ্রয়ী আবাসন

প্রধান কার্যাবলি

- সরকারি ভবন ও অন্যান্য স্থাপনার কাঠামোগত ও স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- আবাসন খাত বিকাশের লক্ষ্যে আইন / বিধি / নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন
- সরকারি ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ণ
- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন
- স্বল্প ব্যয়ে জনসাধারণের জন্য আবাসন
- নগরায়ণ, গৃহায়ন, স্থাপনা নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রী ও কলাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- নগরায়ণ এবং আবাসন সমস্যা সমাধানে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ সৃষ্টি

জনবল

অনুবিভাগ ০৩টি

অধিশাখা ১০টি

শাখা/কোষ ১৭টি

লাইব্রেরি ০১টি

গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
৯ম ও তদূর্ধ্ব	৩৬টি		
১০ম	৩২টি		
১১-১৬তম	২৮টি		
১৭-২০তম	৩৫টি		
মোট অনুমোদিত পদ	১৩১টি		

নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ সৃজন

বিভিন্ন পদে

- ২৫৩২ টি পদ সৃজন
- ৩২৫৮ জনকে নিয়োগ প্রদান
- ১৫৫৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান

দপ্তর / সংস্থা / কর্তৃপক্ষ

দপ্তর/সংস্থা	কর্তৃপক্ষ
১. গণপূর্ত অধিদপ্তর	১. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	২. জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
৩. স্থাপত্য অধিদপ্তর	৩. চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৪. সরকারি আবাসন পরিদপ্তর	৪. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৫. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর	১০. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৬. হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	১১. কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গণপূর্ত অধিদপ্তর

পরিচিতি

১৭৮৬ সালে বৃটিশ শাসক কর্তৃক পূর্ত কাজ দেখাশুনার জন্য মিলিটারী বোর্ড গঠন করা হয়। ১৮৪৯ সালে ইংরেজগণ কর্তৃক পাঞ্জাবের জন্য গণপূর্ত দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ সালে তদানীন্তন বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত কাজের জন্য Central PWD এবং প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত কাজের জন্য Communication & Building (C&B) গঠন করা হয়। ১৯৬২ সালে C&B কে Building Directorate এবং Road Directorate এ ভাগ করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে Central PWD এবং Building Directorate একীভূত করে বর্তমান গণপূর্ত অধিদপ্তর গঠন করা হয় এবং তখন থেকেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রধান কার্যাবলী

সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তরের অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(i) সরকারি ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(ii) সরকারি পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ;

(iii) নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যমানের স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখা ;

(iv) কেপিআই স্থাপনাসহ অন্যান্য সরকারি স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(v) সরকারি বিভিন্ন স্থাপনার কাঠামো নকশা প্রস্তুত ;

(vi) বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের পুনর্নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার ;

(vii) পাবলিক উদ্যানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ;

(viii) সরকারি অফিস ও বাসভবনের ভাড়া নির্ধারণ ;

(ix) কর বর্হিভূত রাজস্ব (এনটিআর) আদায় ;

(x) রেটস অব সিডিউল প্রণয়ন।

জনবল

গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুমোদিত এবং মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জনবলের চিত্র নিম্নরূপঃ

শ্রেণি	অনুমোদিত	বিদ্যমান জনবল	শূন্যপদ জনবল	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণি	৮৪৬ টি	৭৩৪ টি	১১২ টি	
দ্বিতীয় শ্রেণি	১১৮৩ টি	৯০৫ টি	২৭৮ টি	
তৃতীয় শ্রেণি	৩২৬৯ টি	২৫৮০ টি	৬৮৯ টি	
চতুর্থ শ্রেণি	১৯৪১ টি	১৭৭৬ টি	১৬৫ টি	
মোট	**৭২৩৯ টি**	**৫৯৯৫ টি**	**১২৪৪ টি**	

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন

গণপূর্ত অধিদপ্তর সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতিদের জন্য এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা লাঘবের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকায় সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় বিচারপতিবর্গের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ৭৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজও সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ ভুমিকম্প সহনীয় করা এবং স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য জাইকা'র সহায়তায় সিএনসিআরপি প্রকল্পের আওতায় তেজগাঁওস্থ ফায়ার ষ্টেশনকে রেট্রোফিট করা হয়েছে। এছাড়া আরও ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য আবাসিক ভবন এবং সম্প্রসারিত কর্মপরিবেশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবেচনাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা:

- জাতীয় সচিবালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ;
- কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণ (প্রকল্পের স্থান-দিলকুশা, ঢাকা);
- বিভাগীয় সদর দপ্তর, রংপুর (প্রকল্পের স্থান- রংপুর);
- পাবনা জেলা কালেক্টরেট ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা নতুন ভবন নির্মাণ (প্রকল্পের স্থান- পাবনা);

- জেলা পর্যায়ে একই ভবন থেকে সরকারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুতল ভবন নির্মাণ;
- ঢাকায় বেইলী ড্যাম্প অফিসার্স ক্যাম্পাসে সরকারী আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (প্রকল্পের স্থান- বেইলী রোড, ঢাকা;
- ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারী কলোনীতে বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (প্রকল্পের স্থান-আজিমপুর, ঢাকা;
- চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ সিজিএস কলোনীতে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (প্রকল্পের স্থান- আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম);
- নোয়াখালী সদরে ৫টি অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ (প্রকল্পের স্থান- নোয়াখালী);
- ঢাকার মহাখালীতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৪৬৬২টি ফ্ল্যাট সম্বলিত বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ (প্রকল্পের স্থান- মহাখালী, ঢাকা) ;
- ভবন সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রতিরোধ কারিগরী প্রকল্প (প্রকল্পের স্থান- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট);
- পরিবেশবান্ধব জ্বালানীবিহীন ইট প্রস্তুতকরণ প্রকল্প (প্রকল্পের স্থান- নারায়ণগঞ্জ);
- এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়ন কাজ।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিম্নবর্ণিত প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা রয়েছে:

- ডিপিপি অনুমোদনে দীর্ঘ প্রক্রিয়া;
- জমি অধিগ্রহণে জটিলতা;
- কাজের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া;
- নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থার সমন্বয়হীনতা;
- নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সাথে প্রকল্প ব্যয়ের সমন্বয় সাধন না হওয়া;
- পর্যাপ্ত জনবলের অভাব পাশাপাশি বিদ্যমান জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের স্বল্পতা;
- প্রকৌশলীদের সর্বশেষ প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের সীমিত সুযোগ।

স্থাপত্য অধিদপ্তর

পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপত্য অধিদপ্তর একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ও স্থাপত্য বিষয়ক যাবতীয় পরিসেবাদি প্রদান করে থাকে। শুধুমাত্র স্থাপত্য নকশা, জরিপ, Master Plan, Layout Plan, ইত্যাদি প্রণয়নই নয়, বরং সরকারি দপ্তর ও আবাসন সমূহের জন্য Space Standards নির্ধারণ থেকে শুরু করে মানব বসতি ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে তাদের নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমির চাহিদা নিরূপনে স্থাপত্য অধিদপ্তর সহায়তা করে থাকে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরাদির প্রকল্পসমূহের স্থাপত্য ও পরিকল্পনাগত ডিজাইন ও নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব স্থাপত্য অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। স্থাপত্য অধিদপ্তরের কার্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো;
- প্রাথমিক স্থাপত্য পরিসেবাদি (Basic Architectural Services), যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পস্থান নির্বাচন (Site Selection) এবং নির্মাণ প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের পূর্বে প্রকল্পস্থান সমূহের প্রারম্ভিক সরেজমিন পরিদর্শন ও আপাতঃ জরিপ কাজ;
- প্রত্যাশী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে প্রকল্পের বিস্তারিত ভৌত চাহিদা নিরুপন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জমি নির্বাচনে সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা, প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা, বিশদ স্থাপত্য নকশা, নিসর্গ পরিকল্পনা নকশা, প্রকৌশল-সহায়ক নকশা, ভবনের নির্মাণ কাঠামোর রূপরেখা এবং নির্মাণ উপকরণের (বিশেষ করে চূড়ান্ত আবরক) এর স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন;
- অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ সংঘটনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদারকি এবং সমন্বয় সাধন;
- সরকারি/আধাসরকারি দপ্তর ও আবাসনসমূহের জন্য space standards নির্ধারণ

সংক্রান্ত সমীক্ষা ও প্রস্তাবাদি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি চাহিদা নিরূপণসহ সেগুলির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ডিজাইনে সহায়তা;

- মানব-বসতি ও ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- পূর্তকাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা, কোড ইত্যাদি প্রণয়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত স্থাপনা/ভবন/ অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর ভৌত অবকাঠামো ও স্থাপত্য নকশা প্রণয়নকরণ;
- সরকারী রাজস্ব (কর বহির্ভূত) আদায়;
- জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্কয়ার, চত্বর, লেক উন্নয়ন ইত্যাদির মাস্টারপ্ল্যান / স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।

জনবল

১৯৮১ সালে এই অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই অধিদপ্তর ১ জন প্রধান স্থপতি, ১ জন অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, ৬ জন উপ-প্রধান স্থপতি, ১৬ জন সহকারী প্রধান স্থপতি, ৪৮ জন সহকারী স্থপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী মিলে মোট ২৭৭ জনের অনুমোদিত জনবল নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

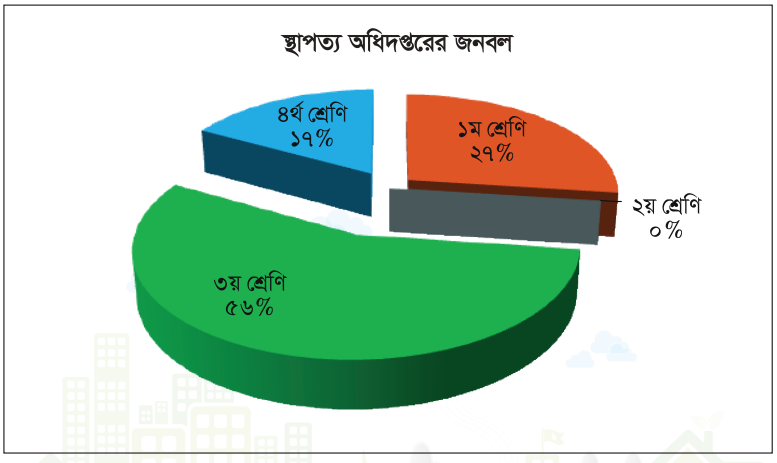

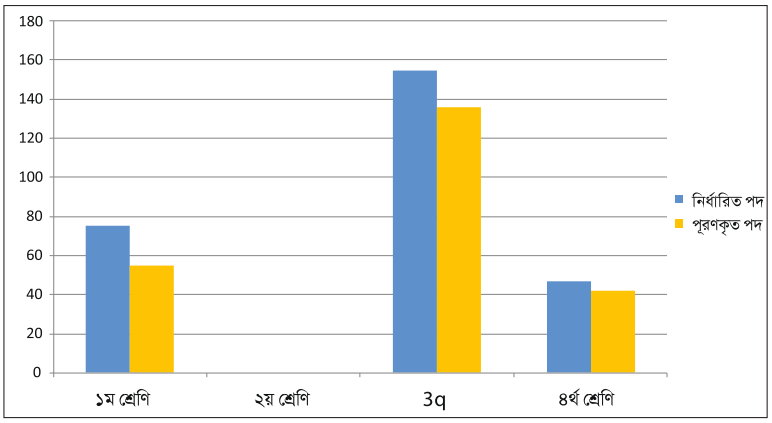

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন

- জেলা পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ, আঞ্চলিক ও উপজেলা পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন নির্মাণ, ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ, কেরাণীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের হস্তান্তর পর্যন্ত স্থাপত্য সেবা প্রদান;
- বিচারপতিদের ও সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ, ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ, বিভিন্ন জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পের নির্মাণ সময়কালীন স্থাপত্য সেবা প্রদান;
- এছাড়া ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার নির্মাণ, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ, আগারগাঁও-এ সরকারি দপ্তরের স্থান সংস্থানের জন্য বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ, সমগ্র দেশব্যাপী সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এপার্টমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।

প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বাৎসরিক কর্মসম্পাদন কাজের ব্যাপ্তির তুলনায় জনবল সংকট স্থাপত্য অধিদপ্তরে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করার ব্যাপারে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। চুক্তি মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮৭টি নকশা সম্পাদন করা হয়েছে। নকশা সম্পাদনে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে প্রকল্প স্থপতিদের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের এই খাতে কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তাদের

মাসিক বেতন প্রদানে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অন্য দপ্তরের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। ২০১৬-১৭ বছরের চুক্তি অনুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ৯০ টি প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিবন্ধকতা নিরসনে স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রত্যাশী সংস্থার সাথে আলোচনাপূর্বক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প স্থপতি নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অপরিকল্পিত নগরায়ন ও বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন রোধকল্পে দেশের ভৌত কাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন করার জন্য মাস্টার প্ল্যান এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নামে নতুন একটি সংস্থা ১৯৬৫ সালের ১৭ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিকালীন এবং তৎপরবর্তীকালীন সময়ে - নগরায়ন, নগর এলাকার ভুমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান, দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথাঃ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল নগর এলাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নক্শা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন, নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা, আন্তর্জাতিক সকল কারিগরী সহযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিরূপ সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করা, ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করা সহ বিভিন্ন কার্যাবলী নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয়।

এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠাকালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস এবং কর্মচারীদের তিনটি ঝপযবসব এর আওতায় রাখা হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে: 'টাউন এ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং', 'সার্ভে ইনভেজষ্টিগেশন' এবং 'প্ল্যানিং অফ রুরাল হাউজিং' (সূত্র ঃ গভর্ণমেন্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান, জিওনং-৪৬৪, তারিখ ঃ ১৭-০৭-১৯৬৫)। সৃষ্টি লগ্নে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানের Works, Power & Irrigation বিভাগের অধীনে ছিল এবং অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করত Works, Power & Irrigation wefv‡Mi Housing Wing। Works, Power & Irrigation বিভাগের সচিব মোঃ শফিউর রহমানকে ১৯৬৫ সালের ২৬ জুন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় (সূত্র : গভর্ণমেন্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান, ওয়ার্কস, পাওয়ার এ্যান্ড ইরিগেশন জিও নং-৪৬৪ ই, তারিখ : ১৭-০৭-১৯৬৫)। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ব্রিগেডিয়ার এনামুল হক খানকে প্রধান করে গঠিত মার্শাল ল কমিটি অনুসারে এ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি ও অর্গানোগ্রাম নির্ধারণ করা হয়।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

১. নগরায়ন, নগর এলাকার ভুমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

২. দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথাঃ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল নগর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নক্শা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা;

৩. নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা ও ভবিষ্যতে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থান চিহ্নিত করা;

৪. নগরায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং এই কর্মসূচীসংশ্লিষ্ট সেক্টর এজেন্সীগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের স্থান নির্ধারনে সহযোগিতা করা;

৫. মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আর্ন্তজাতিক সকল কারিগরি সহযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিরূপ সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করে;

৬. ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা বের করা;

৭. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 'ইন-সার্ভিস' প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল

অনুমোদিত সাংগঠনিক জনবল মোট ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) জন। প্রধান কার্যলয়সহ ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়(খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও কক্সবাজার) রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে ১৯০ জন, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ে ১৩ জন করে ২৬ জন এবং নবসৃষ্ট সিলেট, বরিশাল ও কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়ে ৮ জন করে ২৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি রয়েছেন। এ দপ্তরের বিদ্যমান জনবল -১৮০ (একশত আশি) জন। পুরুষ ১৪৯ (একশত উনপঞ্চাশ) জন ও মহিলা ৩১ (একত্রিশ) জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণি -৩৩ (তেত্রিশ) জন, ২য় শ্রেণি ২

(দুই) জন, ৩য় শ্রেণি-৯২ (বিরানব্বই) জন, ও ৪র্থ শ্রেণি-৫৩ (তিপ্পান্ন) জন।

প্রতিবন্ধকতা: কাজের ব্যাপ্তির অনুসারে জনবল সংকট রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: আধুনিক নগরায়ণের লক্ষ্যে গোটা বাংলাদেশকে পরিকল্পিত আওতায় আনা।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর

পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে সরকারি বাসা/বাড়ি বরাদ্দ ও ভাড়া আদায় সংক্রান্ত ৪টি অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন-(১) কেন্দ্রীয় এস্টেট অফিস, ঢাকা (২) প্রাদেশিক এস্টেট অফিস, ঢাকা (৩) আঞ্চলিক এস্টেট অফিস, চট্টগ্রাম ও (৪) বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ০৪টি অফিস একীভূত করে সরকারি বাসস্থান পরিদপ্তর এবং পরবর্তীতে ০৯/১১/১৯৮৩ সালে সরকারি আবাসন পরিদপ্তর হিসেবে নামকরণ করা হয়। চট্টগ্রামে এর একটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ক) সরকারি বাসা/বাড়ি বরাদ্দ, বরাদ্দ বাতিল ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

খ) সরকারি অফিস স্থান বরাদ্দ ও সরকারি অফিসের জন্য বে-সরকারী বাড়ি ভাড়ার জন্য ছাড়পত্র প্রদান;

গ) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ সংক্রান্ত কাজ;

ঘ) বাসা/বাড়ির ভাড়া আদায় এবং না-দাবী সনদপত্র জারী সংক্রান্ত কাজ;

ঙ) সরকারি বাসা/বাড়ি হতে উদ্ভূত মামলা পরিচালনা;

চ) আবাসন বরাদ্দ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রনীত নীতিমালা বাস্তবায়ন;

ছ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে অটোমেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইটি প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে অত্র দপ্তরের সকল হালনাগাদ তথ্য এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরী ও ব্যক্তিগত তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা শহরে সরকারি বাসার প্রাধিকারসম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণার্থে সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণলয় হতে ঢাকাস্থ আজিমপুর এবং মতিঝিল

এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং তা একনেক কর্তৃক সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ স্যার সৈয়দ রোডস্থ পরিত্যক্ত বাড়ী নং-১৪/৩৫-এ ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ১৪ টি এবং বাড়ী নং-১৩/৬-এ ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ১৪ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ঢাকার মিরপুরস্থ ৬নং সেকশনে ১৫০০ ও ১২৫৭ বর্গফুটের ১০৬৪টি এবং ঢাকার মিরপুর পাইকপাড়ায় ১২৫০ ও ১০০০ বর্গফুটের ৬০৮টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসন ভবন নির্মাণের প্রস্তাব ২০/১০/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ পরিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি বাসস্থানের শ্রেণীভিত্তিক একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। ডাটাবেইজ প্রস্তুতি প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আবাসন পরিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম অটোমেশন করাই প্রধানতম উদ্দ্যেশ্য, যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে সফটওয়ার সংগ্রহ ও দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটও প্রস্তুত করা হয়েছে। দপ্তরের পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তিসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ অর্থবছরের মোট ৪৮৩টি আপত্তির মধ্যে ৮৬টি আপত্তি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বরাদ্দ ব্যবস্থাপনাধীন সরকারি বাসা/বাড়ির বিবরণ

ক্রমিক নং	বাসার শ্রেণি	সংখ্যা
১।	বাংলো শ্রেণি	৮৬টি
২।	সুপিরিয়র শ্রেণি	২০৬টি
৩।	এফ শ্রেণি	২০১টি
৪।	ই-শ্রেণি	৭৬০টি
৫।	ডি-১ শ্রেণি	১০৩০টি
৬।	ডি-২ শ্রেণি	২২৪২টি
৭।	অস্থায়ী পূর্ণ ভাড়া বাসার সংখ্যা	২৬৬টি
৮।	অস্থায়ী নির্ধারিত ভাড়া বাসার সংখ্যা	৪৫০টি
৯।	বিভিন্ন শ্রেণির সংরক্ষিত পরিত্যক্ত বাসা/বাড়ির সংখ্যা	৩৫৪টি
	সর্বমোট	**৫৫৯৫টি**

(ক) একক আসন = ৪৭৪ টি ।

(খ) চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণির বাসার সংখ্যা = ২৩৬৫টি।

ক্রমিক নং	বাসার শ্রেণি	বাসার সংখ্যা	মন্তব্য
১	এ	১৬৮৭	মন্ত্রণালয়/বিভাগে ন্যস্তকৃত
২	বি	২৬৯০	”
৩	সি	৩০৮০	”
	সর্বমোট =	**৭৪৫৭টি**	

প্রতিবন্ধকতা: কর্মকর্তা-কর্মচারি তুলনায় বরাদ্দযোগ্য বাসা/কোয়াটারের অপ্রতুলতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: সুষ্ঠু আবাসন ব্যাবস্থার জন্য বরাদ্ধপ্রক্রিয়াকে অটোমেশনের আওতায় আনা;

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর

পরিচিতি

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৯ জুলাই ১৯৭৫ সালে 'বিশেষ দায়িত্বভার প্রাপ্ত অফিসার (হিসাব) এর অফিস, গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত বিভাগ' গঠন করেন;
- পরবর্তীতে ১৫ মার্চ ১৯৮৩ সালে মার্শাল লক্ষ কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর' নামকরণ করা হয় ।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- নিরীক্ষার মাধ্যমে অধীনস্ত সংস্থা ও দপ্তরসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- সরকারি অর্থ ও সম্পদের তছরুপ ও অপব্যবহার রোধ করে সরকারি অর্থ ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সাসপেন্স হিসাব উৎঘাটন করতঃ উৎঘাটিত সাসপেন্স হিসাব ক্লিয়ারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ অত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের ১৫২টি ব্যয়কেন্দ্রের হিসাব পরিদর্শন ও নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;
- নিরীক্ষায় প্রাপ্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যত্যয়সমূহ মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত করা।

কার্যক্রম

- ১৮৫টি নিরীক্ষাযোগ্য ব্যয়কেন্দ্র বা অফিসের মধ্যে ১৪৪টি ব্যয়কেন্দ্র বা অফিসের আয়-ব্যয়সহ সার্বিক কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়েছে;
- উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা ৮৪০ টি, জড়িত টাকা ৩৪৭.১৬ কোটি;
- মোট নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা ৩৮১৬টি (পুঞ্জিভুতসহ), জড়িত টাকা ৩০২.৪৭ কোটি টাকা;
- অডিট আপত্তির ফল হিসেবে ২৯৯টি আপত্তির বিপরীতে ২২.৪৩ কোটি টাকা আদায় করতঃ তা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- নিয়মিত, বিশেষ, ইস্যু এবং পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যয়

সংকোচন নীতি এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

- ব্যয়কেন্দ্রসমূহকে ব্যয় সাশ্রয়ী দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হবে;
- সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম সময়মত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা কর;
- বিভিন্ন দপ্তরের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে উক্ত দপ্তরসমূহের খরচের বিপরীতে কোটি কোটি টাকার অনিয়ম উৎঘাটন হয়;
- এসব অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে;

অন্তরায়

- সূচনালগ্ন হতে অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি এবং বাজেট বরাদ্দ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলেও পরিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি না পাওয়া;
- নিরীক্ষকদের পেশাগত অদক্ষতা;
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত লজিস্টিক সার্পোট এর স্বল্পতা;
- নিরীক্ষার সুপারিশ সময়মত ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা: আর্থিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নিবিড় নিরীক্ষা পরিকল্পনা করা।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। ১৯৫৩ সালের The Town Improvement, Act এর ক্ষমতাবলে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি) পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজউকের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকার পরিমাণ ৫৯০ বর্গমাইল বা ১৫২৮ বর্গকিলোমিটার যা ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান ও যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে The Town Improvement, Act, 1953 এর ক্ষমতাবলে রাজউকের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

The Town Improvement, Act, 1953 অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

- কর্তৃপক্ষের **আওতাধীন এলাকায় জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (ধারা-৭৩)।**
- রাজউক আওতাধীন এলাকার Building construction অপঃ, ১৯৫২ এ উল্লেখিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা Authorized officer হবেন রাজউকের একজন কর্মকর্তা (ধারা ৭৭)।
- Improvement scheme এবং re-housing scheme এর আওতায় এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম যথা সড়ক নির্মাণ, উন্মুক্ত স্থান সৃষ্টি, ভবন নির্মাণ ও অপসারনসহ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন (অধ্যায় ৩, ধারা ৩৮-৬৬)।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন

- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) পরিকল্পিত নগরায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছে;
- রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা ৩য় পর্ব এবং ঝিলমিল প্রকল্পে বিগত ৩ বছরে প্রায় ৯০০০টি প্লট হস্তান্তর করেছে। এছাড়া উত্তরা, গুলশান এবং হাতিরঝিল এলাকায় বহুতল এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;

- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের উদ্যোগ হিসেবে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প হয়ে ইস্টার্ণ বাইপাস সড়কে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৩০০ ফুট প্রশস্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটার পূর্বাচল লিংক রোড, মাদানী এভিনিউ এর পূর্বমূখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রগতি সরণি (নতুন বাজার) ইন্টারসেকশন হতে বালু নদী পর্যন্ত ৪ টি ব্রীজসহ ৬.১৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে;

- রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্যবর্ধন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে জলাবদ্ধতা নিরসন ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রামপুরা বিটিভি ভবনের সামনে নির্মিত ইউ-লুপ (দক্ষিন), ১০.৪০ কিলোমিটার মেইন ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন ও ৭.৭০ কিলোমিটার লোকাল ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ৮.৮ কি.মি.সার্ভিস রোড, ৮ কি.মি. এক্সপ্রেসওয়ে, ৮টি ওভারপাস, ৪টি ব্রিজ ও ৩টি ভায়াডাক্ট নির্মাণ করা হয়েছে;

- জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে এম.আই.এস প্রকল্পের আওতায় নকশা অনুমোদন শাখা ও নগর পরিকল্পনা শাখার ১৩ হাজার নথির ডিজিটাল আর্কাইভিং সম্পন্ন হয়;

- আইএফসি (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক) এর সহায়তায় অনলাইনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নির্মাণ অনুমোদন সেবা ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর ধানমন্ডি ও লালবাগ এলাকার নাগরিকদের জন্য এ সেবা চালু করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

প্রতিবন্ধকতা

- বিদ্যমান প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে ঢাকা মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমে শতভাগ আবাসনের ব্যবস্থা করা রাজউকের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

- অননুমোদিতভাবে আবাসন প্রকল্প ও স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করে Detailed Area Plan (DAP) এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা মোতাবেক পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন রাজউকের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।

- সমন্বয়হীনতা: ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা।

- দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকের স্বল্পতা।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- সকল সেবা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে অনলাইনভিত্তিক করা।
- জোনাল অফিস কার্যকরী করার মাধ্যমে সেবা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীয়করন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা ।
- নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসনের যোগান বৃদ্ধিকরন। এ লক্ষ্যে ঢাকা কেরানীগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জে দুটি আবাসিক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
- পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা ৩য় পর্ব ও ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এবং উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন ও সকল প্রকার নাগরিক সুবিধার সংস্থান করে জনসাধারণের বাস উপযোগী করা, ঢাকা মহানগরীর পরিবেশগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পাশে খাল খনন ও উন্নয়ন, গুলশান-বনানী-বারিধারা ও উত্তরা লেকে বিদ্যমান সুয়ারেজ লাইন বিচ্ছিন্ন করণ, লেক খনন ও লেক পাড় সংরক্ষণ কাজের পাশাপাশি জনগণের বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি, আবাসিক প্রকল্প এলাকায় লেক খনন ও উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি।
- ঢাকা শহরে বিদ্যমান আবাসিক ভবনের বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং অনুমোদিত ভবনের নকশায় চিহ্নিত কারপার্কিং স্থানের ভিন্ন ব্যবহার রোধ করার মাধ্যমে যানজট লাঘবকরণ ও ইউটিলিটি সার্ভিসের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি

ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী দেশ বিভাগের ফলে মুসলমান মোহাজেরগণ অপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের চারটি প্রধান শহরে বসবাস আরম্ভ করেন। তাদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ মন্ত্রণালয়ের অধীন 'গৃহায়ন উইং' গঠন করা হয়।

সমগ্র দেশব্যাপী মোহাজের এবং স্থানীয় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে গৃহসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই 'গৃহসংস্থান অধিদপ্তর' বিলুপ্ত হয়ে 'জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা প্রনয়ন এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
- স্বল্প ব্যয় ও আত্মসহায়তামূলক নগর ও গ্রামীন গৃহায়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এর বাস্তবায়ন;
- দুর্দশাগ্রস্থ মহিলা, অসহায় ও দুঃস্থ নাগরিকদের জন্য গৃহায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- সরকার কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত বা কর্তৃপক্ষের মালীকানাধীন জমির রক্ষনাবেক্ষন এবং উক্ত জমিতে বাড়ি, এ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এবং ইমারত নির্মাণ;
- গৃহায়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে গবেষনা করা;
- গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশী-বিদেশী উদ্দ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা;
- বাংলাদেশের নগরসমূহের বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা।

জনবল

একজন চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্যসহ ৫২৯ জন জনবল সমৃদ্ধ একটি সেট-আপ সদর দপ্তরসহ সকল প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বিস্তৃত আছে।

- ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা - ৬৮ জন
- ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা - ৮৪ জন
- ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী - ২৬০ জন
- ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী - ১১৭ জন

সর্বমোট - ৫২৯ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	প্রকল্প মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের বিবরণ
১	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদাভাই উপশহর উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/১৫	১০৯৯.৫১ (মূল) ১৩০৬.৩১ (সংশোধিত)	১৫৫ টি আবাসিক প্লট
২	মৌলভী বাজার স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই/০৪-ডিসেম্বর/১৫ ৪১৬৮.৬১ (সংশোধিত)	২৪৫৪.১৬ (মূল)	৩৭৪ টি আবাসিক

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চলমান ৩৮ টি প্রকল্প ছাড়া অনুমোদনের অপেক্ষায় আরও ২২ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৯,২৩৩ টি প্লট ও ফ্ল্যাট জনগণের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

প্রতিবন্ধকতা

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ৫২৯ জন জনবলের মধ্যে বর্তমানে ৩৪৫ জন কর্মরত আছে। চলমান ৩৮ টি প্রকল্পের বিপরীতে উক্ত জনবল অত্যন্ত অপ্রতুল বিধায় দ্রুত জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কাজের পরিধি এবং গতিশীলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৩৮ জন জনবল সম্বলিত একটি সংশোধিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানের নাম: চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠার সন: শহরের পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন এর লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- ⇨ পরিকল্পিত উন্নয়ন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ
- ⇨ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা
- ⇨ উন্নয়নের অনুমোদন

চউক এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- চট্টগ্রাম শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য একটি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা তৈরি করা এবং তার নিয়মিত উন্নয়ন চট্টগ্রাম শহরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে নতুন রাস্তা নির্মাণ, শহরের প্রধান সড়ক সমূহ প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, বানিজ্যিক বিতান নির্মাণ, শিল্প, আবাসিক এলাকার উন্নয়ন এবং বানিজ্যিক প্লটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় শহরন্দ্রীক উন্নয়ন এর মাধ্যমে নগরবাসীর চাহিদা পূরণ করা।
- সরকার অনুমোদিত চট্টগ্রাম শহরের মহাপরিকল্পনা **(Master Plan)** এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশের আলোকে স্ট্রাকচার প্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।
- বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা- ১৯৫২ ও তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী নকশা অনুমোদন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গঠন করা; এবং অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থ্যপনা নিশ্চিত করা।

জনবল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/ কর্মচারী শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মকতা পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১	১ম শ্রেণি	৫৮	১	১৭
২	২য় শ্রেণি	১৩৭	৯০	৪৭
৩	৩য় শ্রেণি	২৭৩	১৯৩	৮০

প্রতিবন্ধকতা

ভূমি অধি গ্রহনে দীর্ঘ সূত্রিতা এবং মামলা মোকাদ্দমা সংক্রান্ত জটিলতার কারনে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। এছাড়াও ভূমির অপর্যাপ্ততা ও ভূমির মৌজা মূল্য অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার কারণে নতুন আবাসিক প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন অর্থ বছরে অর্থ ছাড়করণের দীর্ঘ সূত্রিতার কারনে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। জনসচেতনতার অভাব এবং ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার কারনে সুপরিকল্পিত নগরায়ন চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ⇨ মাষ্টার প্ল্যান হালনাগাদকরণ সাপেক্ষে বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- ⇨ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা;
- ⇨ E-tendering চালুকরণ এবং On-line base সেবা প্রদান ।

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ১৯৭৬ সালে ৭৮ নং অর্ডিন্যান্স বলে সৃষ্টি করা হয়।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

শহর উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রনয়ন, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন

২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকারি অনুদানে ১১(এগার) টি প্রকল্প এবং নিজস্ব অর্থ দ্বারা ০৭(সাত) টি প্রকল্পের কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) তালাইমারী চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ (২) বিমান বন্দর রোড (শালবাগার মোড়) হতে বাইপাস সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, কাপাসিয়া বাজার হতে সূচরণ মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। (৩) শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পার্কের আধুনীকায়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন। (৪) বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৫) প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি

খুলনা শহর ও তৎপার্শ্বস্থ্য একটি নির্দিষ্ট এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন, সংস্কার ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ণের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সনের ২১ জানুয়ারি খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৬১ জারির মাধ্যমে কেডিএ সৃষ্টি করা হয়। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সকল কার্যাবলী এই অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

১৯৬১ সনে কেডিএ'র অধিক্ষেত্র ১৮১.৩০ বর্গ কি: মি: এলাকা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালে মাস্টার প্ল্যান এলাকা ২৬৯.৮৮ বর্গ কি: মিঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৪৫১.১৮ বর্গ কি: মি:। বর্তমানে কেডিএ'র মাষ্টার প্ল্যানের অধিক্ষেত্রধীন অভয়নগর উপজেলা (আংশিক), ফুলতলা উপজেলা (আংশিক), ডুমুরিয়া উপজেলা (আংশিক), বটিয়াঘাটা উপজেলা (আংশিক), রুপসা উপজেলা (আংশিক), খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকা, বাগেরহাট সদর (আংশিক), ফকিরহাট (আংশিক), রামপাল (আংশিক), মংলা (আংশিক), ও মংলা পোর্ট পৌরসভাসহ সর্বমোট এলাকা হচ্ছে ৮২৪.৭৬ বর্গ কি: মি:। যার উত্তরে নওয়াপাড়া পৌরসভার উত্তর সীমানা, দক্ষিনে মংলা পৌরসভার দক্ষিন সীমানা, পূর্বে রূপসা ও রামপাল উপজেলা, পশ্চিমে কৈয়া বাজার ও পশুর নদী ।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও ১২ (বার) জন বোর্ড সদস্য এর মাধ্যমে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

নগর পরিকল্পনার পাশাপাশি আধুনিক ও পরিকল্পিত খুলনা শহর নির্মাণে কেডিএ'র রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আবাসন সমস্যার সমাধান, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতরকরণ ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কেডিএ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিকল্পিত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, মার্কেট নির্মাণ, বাসটার্মিনাল নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, শিশুপার্ক নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে খুলনা মাষ্টার প্ল্যান এলাকায় নগরায়নের নুতন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- কেডিএ'র আওতাধীন এলাকার মহাপরিকল্পনা, ড্যাপ, জিএলডিপিসহ নগরায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মহাপরিকল্পনা, ড্যাপ, জিএলডিপি এবং অধ্যাদেশের আলোকে ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; উন্নয়ন সমন্বয়করণ, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকরণ এবং সীমিত আকারে বাস্তবায়নার্থে প্রকল্প গ্রহণ;
- ইমারত নির্মাণ আইন প্রয়োগ করে ইমারতের নক্সা অনুমোদন এবং অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যকরী ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থাকে স্বাবলম্বি করে জনকল্যাণে উন্নয়নমূখী প্রকল্প গ্রহণে সামর্থবান করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- আবাসিক প্রকল্প উন্নয়ন করে আবাসন সমস্যা দুরীকরণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- অর্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

জনবল

সরকার অনুমোদিত কেডিএর বর্তমান জনবল ২৫৯ জন। পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য অতিরিক্ত আরো ২৫১ জনবলের সাংগাঠনিক কাঠামোতে অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

মোট অনুমোদিত জনবল	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি
২৫৯	৩৩	১৪	৮৮	১২৪

প্রতিবন্ধকতা

১৯৬১ সালে ১৮১.৩০ বঃকিঃমিঃ এলাকা ও ২৩১ জন জনবল নিয়ে কেডিএ যাত্রা শুরু করলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রাথমিকভাবে জনবল হ্রাস ও পরবর্তীতে বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান অনুমোদিত জনবল ২৫৯ জন। ইতোমধ্যে ২০০২ সালে

নওয়াপাড়া কেডিএ'র আওতাধীন হলেও (নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকা ২৬৯৮৮ বঃ কিঃ মিঃ বেড়ে ৪৫১.১৮ বঃ কিঃ মিঃ এ উন্নিত হয়) জনবল বৃদ্ধি পায়নি। তৎপরবর্তীতে সর্বশেষ ২০১৪ সালে মংলা কেডিএ'র আওতাধীন হলেও (৩৭৩.৫৮ বঃকিঃমিঃ এলাকা নতুন যুক্ত হয়) জনবল আর বৃদ্ধি পায়নি। কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের আওতাধীন সর্বমোট ৮২৪.৭৬ বঃকিঃমিঃ এলাকার বিদ্যমান কার্যপরিধি বিবেচনায় ন্যূনতম ১০০০ জনবলের প্রয়োজন;

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১. বর্তমান মাষ্টার প্ল্যান এলাকা বর্ধিতকরণসহ সময়োপযোগীকরণ, হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন এবং বাস্তবায়ন। ড্যাপ এর এলাকা বর্ধিতকরণ, হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন এবং বাস্তবায়ন। পরবর্তী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ জিএলডিপি আত্মীকরণ এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ;

২. কেডিএ'র আওতাধীন খুলনা অঞ্চলের পাশাপাশি নওয়াপাড়া, রূপসা, মংলা এলাকার অধিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন উন্নয়ন/ প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ/ বাস্তবায়ন/ বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা;

৩. প্রয়োজনের নিরিখে মহাপরিকল্পনায় বিভিন্ন স্থানে চিহ্নিত ওভারপাস নির্মাণ/ প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ/ বাস্তবায়ন/ বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়;

৪. খুলনা মহানগর নদী দ্বারা বেষ্টিত। এই নদীসমূহে জোয়ার ভাটার প্রভাব প্রকটভাবে বিদ্যমান। এই জোয়ার ভাটা নগরের নান্দনিক শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে নদীসমূহের উভয় তীরে, তীর রক্ষা বাঁধ, রাস্তাসহ শোভা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্তে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ;

৫. স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি পার্ক এবং বৃহৎ পরিসরে মেট্রোপলিটন পার্ক উন্নয়ন/ প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ/ বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়;

৬. পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে হোটেল/মোটেল/রেস্তোরা ও পর্যটন তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ/ প্রয়োজনে নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ/ বাস্তবায়নের জন্য অন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি

কক্সবাজার ও উহার সন্নিহিত এলাকা সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ০৭ নং আইন ধারা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপ গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান এবং ১৮ (আঠার) জন বোর্ড সদস্য এর মাধ্যমে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রধান অর্জনসমূহ :

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৭ আগস্ট, ২০১৬ খ্রি. তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং ২৩ জানুয়ারী, ২০১৭ ইং থেকে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান ও ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদন কার্যক্রম শুরু হয়।

- ইতোমধ্যে ৩৭৩ টি ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- ১৭৪ টি ইমারতের নক্সা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- গত ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২৪০ জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদন পূর্বক সরকারি আদেশ (জিও) জারি করা হয় এবং গত ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ জনবল নিয়োগের প্রবিধানমালা গেজেটে প্রকাশিত হয়।
- ১.২১ একর জমিতে 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপরে বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের ডিপিপি গত ১৬-০১-২০১৮ তারিখ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য যে, ০৬ মে ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপরে বহুতল অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে কউক কর্তৃক 'পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা' শীর্ষক প্রকল্প প্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
- কক্সবাজার শহরের সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে 'কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী

লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন' প্রকল্পটি ৩০ মে ২০১৮ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সদয় অনুমোদন করেন এবং ইতোমধ্যে ঠিকাদারকে NOA ইস্যু করা হয়েছে।

- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ' এবং "সুগন্ধা মোড়-সুগন্ধা পয়েন্ট - লাবনী সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ" শীর্ষক ০২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
- কউকের নিজস্ব বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য কলাতলীস্থ ০.৫৫ একর জমি কউকের অনুকুলে গত ০৭-০১-২০১৮ তারিখ বরাদ্দ লাভ করেছে।
- কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপ পরিকল্পিত নগরায়ন সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার লয্যে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে ১৫টি মতো সভা-সেমিনার আয়োজন করেছে।
- কউকের সেবা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণ এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্য কউক অফিসে বড় এলইডি স্ক্রীন স্থাপন করা হয়েছে।
- কক্সবাজার জেলার পর্যটন সংলগ্ন এলাকাসমূহে ইতোমধ্যে পরিকল্পিত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত টিভি মিডিয়ায় টিভি স্ক্রল সংবাদের মাধ্যমে কউকের সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।
- এছাড়া সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন যথাযথভাবে অব্যাহত রেখেছে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

১। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা ।

২। e-tendering চালুকরণ এবং On-line base সেবা প্রদান ।

৩। প্রত্যেক উপজেলায় পরিকল্পিত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও কউকের সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ এবং বিলবোর্ড স্থাপন।

৪। কলাতলি হতে হলিডে মোড় ও হলিডে মোড় হতে বিমান বন্দর এবং বাস টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তা পার্শ্বস্থ-করণ।

৫। কক্সবাজারে বাঁকখালী নদীর দণি পাড়ে ১৫০ ফুট চওড়া সবুজ বেস্টনী সহকারে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী একটি রাস্তা তৈরী করা।

৬। কেন্দ্রীয়ভাবে সোয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা।

৭। পর্যটন শহরে আবাসিক সমস্যা ও জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আবাসন প্রকল্প গ্রহণ।

৮। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী নতুন রাস্তা নির্মাণ ও স্তিত রাস্তা সম্প্রসারণ।

৯। কক্সবাজারে সুপারমল, সিনেপ্লেক্স সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক থিমপাক নির্মাণ।

১০। ইকো-ট্যুরিজম পাক স্থাপন।

১১। আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্বলিত শিশুপাক স্থাপন।

১২। কক্সবাজার হতে মহেশখালী, সোনাদিয়া ও কুতুবদিয়া এলাকায় ভ্রমণ ও যাতায়াতের সুবিধার্থে কস্তুরাঘাট, ৬নং ঘাট অথবা সুবিধাজনক স্থানে জেটিঘাট নির্মাণ।

১৩। মেরিন এ্যাকুরিয়াম প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৪। আর্টিফিসিয়াল সী-এ্যাকুরিয়াম প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৫। ভারুয়াখালী মুজিবঘাট এলাকায় বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন।

১৬। কুতুবদিয়ায় বিনোদন পার্ক স্থাপন।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী :

১) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২) মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৩) ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণ;

৪) পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটনকেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার কার্যকর বাস্তবায়ন;

৫) দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কক্সবাজার জেলায় নিরাপদ অবস্থান ও যাতায়াত সহজ করিবার লক্ষ্যে আধুনিক পর্যটন নগরী ও অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ ও সমুদ্রপথ নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

৬) সমুদ্র সৈকতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;

৭) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বসতি অপসারণক্রমে নূতন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮) নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন;

৯) উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে এইরূপ কোন এলাকার জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারি এবং উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বা কোন ইমারত বা স্থাপনার পরিবর্তনের উপর অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত বিধি-নিষেধ আরোপ;

১০) আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরী এবং উহার ধারাবাহিক সংরক্ষণ;

১১) পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি;

১২) কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহণ বা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যয়ে দেশি-বিদেশি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১৩) পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, সরকারি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১৪) কোন উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;

১৫) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ;

১৬) পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন;

১৭) আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর সংক্রান্ত সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন;

১৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

১৯) সমুদ্র সৈকত বা তৎসংলগ্ন পর্যটন অঞ্চলে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং

২০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, কর্তৃপরে উপর অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপ একটি নবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে ছাড়পত্র পাওয়ার লক্ষ্যে পত্র প্রেরণ করা হলেও উল্লেখযোগ্য কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। জনবলের স্বল্পতার জন্য দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মকান্ডে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও ডিপিপি তৈরীতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া জনসচেতনতার অভাব, মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে ধারনা ও ইমারত নির্মাণ আইন ও বিধি সম্পর্কে না জানার কারনে পরিকল্পিত নগরায়ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে ।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

..

০০২ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত
রূপচাঁদা ভাস্কর্য্য

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত
স্টার ফিস ভাস্কর্য্য

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত
সাম্পান ভাস্কর্য্য

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করে বেস্ট স্টল-রানার আপ অর্জন করে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বর্তমান বাজারঘাটা পুকুর

প্রস্তাবিত বাজারঘাটা পুকুর

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বর্তমান গোলদিঘী

প্রস্তাবিত গোলদিঘী

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বর্তমান লালদিঘী

প্রস্তাবিত লালদিঘী

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

.

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়িত সড়ক আলোকায়ন প্রকল্প-১ (দরিয়ানগর-হিমছড়ি)

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

.

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়িত সড়ক আলোকায়ন প্রকল্প-২ (কক্সবাজার শহর এলাকা)

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রস্তাবিত অফিস ভবন

১ম পিআইসি সভা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রস্তাবিত হলিডে মোড়- বাজারঘাটা- লারপাড়া

প্রস্তাবিত সুগন্ধা মোড়-সুগন্ধা পয়েন্ট- লাবনী পয়েন্ট সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

পরিচিতি

ধারাবাহিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গৃহায়ন ও নির্মাণ ক্ষেত্রে যুগোপযোগী জ্ঞান আহরণ, দেশীয় নির্মাণ উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব, দূর্যোগসহনীয়, ব্যয়সাশ্রয়ী ও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সকলের জন্য আবাসন সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার প্রকল্প অনুমোদন করেন। অত্র প্রকল্পটি পরবর্তীতে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করে।

অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণে খাদ্যের পরেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব পায় আবাসন। আবাসন অর্থ 'সকলের জন্য আবাসন'। আর সকলের জন্য আবাসন সহজ লভ্য করার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক গবেষণা, যুগোপযোগী জ্ঞান আহরণ এবং দেশীয় নির্মাণ উপকণের সর্বোত্তম ব্যবহার করা। গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রদত্ত ৫ টি অনুশাসন নিম্নরূপ:
- হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্মাণ সামগ্রী সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- গবেষণালব্ধ ফলাফল সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
- আশ্রয়ন প্রকল্পে এবং পল্লী জনপদ প্রকল্পে ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার শুরু করতে হবে;
- নদী ড্রেজিংকালে প্রাপ্ত বালি দিয়ে হলো ব্লক তৈরি করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে;
- ড্রেজিং এর মাটি হতে পরিবেশ বান্ধব ইট প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠির ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আবাসন ও মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকারের উক্ত পরিকল্পনায় এইচবিআরআই এর কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি পোড়ানো ইটের বিকল্প তৈরি করে এর ব্যবহার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালের মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে।

নগরায়ণের ক্রমধারায় আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গৃহায়ন, নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বেশকিছু গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উদ্ভাবিত উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩টি স্টাডি প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। গবেষণা কার্যক্রমকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব প্রদানের প্রেক্ষাপটে এইচবিআরআই-এ বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ৩টি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রোমোটিং সাস্টেইনেবল বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প, জাইকার আর্থিক সহায়তায় স্যাটট্রাপ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ইউতঅ এর নীতিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং দেশে Soil testing ফার্মসমূহ এর নিবন্ধনের কাজ সহসাই শুরু করা হবে।

জনবল

অনুমোদিত ১৫৩ জন, বিদ্যমান ৯৩ জন, শূন্য- ৬০ জন।

প্রতিবন্ধকতা

১. ত্রুটিপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামোর (অর্গানোগ্রাম) যুগোপযোগীকরণ;

২. ত্রুটিপূর্ণ চাকরী প্রবিধানমালার যুগোপযোগীকরণ;

৩. গবেষণা ও অবকাঠামো উন্নয়নে তহবিলের অপর্যাপ্ততা:

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. পরিবেশ ও কৃষি জমি রক্ষার্থে প্রচলিত মাটি পোড়ানো ইটের উৎপাদন নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;

২. কৃষি জমি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বহুতল বিশিষ্ট গ্রামীণ গৃহায়নের প্রচলন;

৩. সবার জন্য আবাসনের লক্ষ্যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বহুতল বাড়ির নির্মাণ উপকরণ ও বাড়ি নির্মাণ নিশ্চিতকরণ;

৪. দূর্যোগপ্রবণ এলাকার উপযোগী দূর্যোগসহনীয় নির্মাণ ব্যয় জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন;

৫. আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দেশজ নির্মাণ উপকরণ ও নির্মাণ প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধন;

৬. ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ;

৭. পাট, নারিকেলের ছোবরা, গৃহস্থালী বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহারে বিকল্প নির্মাণ উপকরণ উদ্ভাবন;

৮. বাংলাদেশে মৃত্তিকা পরীক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ;

৯. দূর্যোগসহনীয় ব্যয়সাশ্রয়ী বাড়ি নির্মাণে মাটির ব্যাগ ব্যবহার পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ।

উন্নয়ন এ্যালবাম

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে নবনির্মিত সুইমিং পুলের উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আজিমপুরে সরকারি কর্মকর্তঅ ও কর্মচারীদের জন্য নবনির্মিত বহুতল আবাসিক ভবনের শুভ উদ্বোধন

উন্নয়ন এ্যালবাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকার মতিঝিলে সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনের উদ্বোধন

বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির রেসিডেন্স ব্লকের পূর্বদিকে নির্মিত সুইমিংপুল

উন্নয়ন এ্যালবাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শেরেবাংলা নগরে বহুতল ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

উন্নয়ন এ্যালবাম

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িল ফ্লাইওভার শুভ উদ্বোধন করেন

'হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প'এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উন্নয়ন এ্যালবাম

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অক্সিজেন ও কুয়াইশ জংশনে
নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত ম্যুরাল

বহদ্দারহাট জংশনে
ফ্লাইওভার নির্মাণ

উন্নয়ন এ্যালবাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

যঁংফযমঁর ংফয মরঁংফযঁর ফংযরঁভফয ভরঁধফযভঁরধফযর

১৩ মাসে নির্মিত রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের আবাসিক ভবন